হাচুক রিংমা

কুমুদ রঞ্জন দেববর্ম্মা



অম্লান প্রকাশনী, বনমালীপুর, আগরতলা

COLLECTION OF SELECTED POEMS

HACHUK RINGMA

By

Kumud Ranjan Debbarma.

Krishnanagar, Agartala

কারিনাই কল্যাণী দেববর্মা
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

পুইলা করিমা : বইমেলা, ১৯৯৫ইং আগরতলা

প্রচ্ছদ : শক্তি হালদার

ছাপকনাই ॰ অম্লান প্রিন্টার্স, বনমালীপুর,
(লালবাহাদুর চৌমুহনী আগরতলা

মূল্য : কুড়ি টাকা

অচিন লাংমানি লামা হাচে কুচুক
মালমা'হাই ককয় মকয় দিবুক
জেনি সাকতারমা বায়
যতায়মানখা লাই
অ কল্যাণী দেববর্মা
য়াফারখা

হাচুক রিংমা

সীয়নাই কুমুদ রঞ্জন দেববর্মা

আনি ককলব রগ-ন কপি খৗলাই রিনাই
সন্ধ্যারাম দেববর্মা-ন
জানগা' আনি খানি হামবায়

হাচুক রিংমা

লাইরেম :—

১) হাচুক হা আমা রিংমা

২) হাচুক বাসাজুক

৩) ককবরক আমা

৪) মতাই গড়িয়া ফায়

৫) নায়তুকদি আন'

৬) আনি রুচামুং

৭) বাচুই কতর রিংমা

৮) আনি রুচামুং

৯) নাং ফায়মা

১০) ব ফাইলিয়া

১১) শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী।

১২) থানানি বাহাই

১৩) কিসানি কাবাংমা

১৪) হর কাবমা

১৫) মতাই দে অংনাই

১৬) সাব' থাং

১৭) সাচেলাং

লাইরেম :—

১৮) খরান

১৯) সাব নাং

২০) নাং জত'নি

২১) তাংচানাইমা

২২) বলং কাব'

২৩) তাংলা জরা

২৪) তাল শ্রাবন

২৫) হা ত্রিপুরা

২৬) থুংমুং

২৭) রাজানি অসা চিনি মামিতা

২৮) থাংমায়া

২৯) লাংমানি হুক থানসা গায়রিং

৩০) বাখা বুর' থাং

৩১) চিনি সাল

৩২) লাংমা অংথু

৩৩) মামিতা অসা

৩৪) ককতুন

হাচুক হা আমা রিংমা

হাচুক হা আমা রিংগ চাউ-ন
খা চংপেবেং খরাঙবায়
অ নখা তলাঅ জের জে তঙনাই
নবগ ফায়—ফায়—ফায়
ফায়দি নখা তলানি বরক বেবাগাই
গাবিং খা-থানসা কতর তাঙলায়উই :
খা কীচাং কক বাকসা অঙলায়উই ।
লাংমানি লুক তাঙলায়নাই ।
কুসুপ চামা, মানথাই সেপলেমা
সাতক পিতক মেলেং জাক্‌মা
নবানি যাকুং কুই উাইসাই
হামজামা বীচীলাই পিননাই
সামুঙ সিতবা, হাময়া তঙমুঙর ।
বুলায় তগলায, চুকলি রিমুঙ,
হদা বায় হদা নায়সেলেমাবগ
হা সাকনি জাবরা বাংরিনাইং
ম-নগন' ফারাই য়াক কীবাক বায়
জাগা মনাক কুবুংসাঅ রুংলাই
বীখানি হর সেলেংমা বায়
রুগ্লায়ানু সকচাই ।
চীঙ নখা কায়সানি তলা তঙলাই
চিনি হা ফায়সা নুখুংব কায়সাই,
চীঙ হা-বুমা কতরনি বীসাবগ জতই
তাখুক বুখক হালক বায় ।
য়াকারাই আঙ-আনি-আনি-আনি

নাঁও নিনি-নিনি-আনি-নিনি
চিনি-চিনি-চিনি চিনাউ
মাচ্ছেমা সালাউ চিনাউ
ফায়দি খা থানসা কক বাকস
লামানি হুক তাওলায় নক
হাচুক হা আমা চাও-ন রিংক ও
অ-নরগ, ফাব-ফাব-ফায়

বাংলা অনুবাদ

পাহাড়ীয়া মাটি মা ডাকছে
হৃদয় বীনার তানে
গগন তলে রয়েছে যে সেহ ই
এসো-এসো-এসো সবাই।
এসো সংহতমনা বাঁধি টংঘর
এসো প্রশান্ত মন সংযত কর
করি জীবনের জুম চাষ
শোষন অধিকার হরণ
নির্যাতন ঘৃনা নিপীড়ন
করি তার মূল্যোৎপাটন
প্রেমের বীজ বুনি
কর্ম জঘন্য—স্বভাব ঘৃনা
মারামারি হানাহানি প্ররোচনা
জাতিতে জাতিতে ঘৃনা
বাড়ে শুধু স্তুপ-আর্বজনা
নিঙরে ঝেটিয়ে অন্ধকারে তারে
পুড়িয়ে দেবে মনের ঘৃনার আগুনে ;
ছাই করে দাও।

একই আকাশ তলে মোরা রবি বাস
মোদের এক দেশ এক সংসার,
মোরা পৃথিবীর ছেলে মেয়ে
ভাই বোন সম্পর্ক সবার।
আমি—আমার—আমার
তুমি—তোমার—তোমার
দিয়ে বির্সজন
আমাদের— আমাদের বলে
এসো একমন-এক কথা বলে
জীবনের জুম চাষ করে যাই
পাহাড়ীয়া মাটি মা ডাকে ওরে তোরা
আয়—আয়—আয়।

—o—

হাচুক বাসাজুক

নামা হাচাম য়াখলিক কাউই
হাচক বসাজুক থাং।
কলমতায় কিসি বিনি বাসাক
হাচাল হিম ফায়মানি লেংজাক
তায় রিয়বমা লিলাকমা হই
নায়সিগয়া য়াং অয়াং।
ইমাং খারাংজিজি মকল মুসুই
সাব'নি মালায়মা নায়সিংগাই
বাখাঅ খাতাংমা বাকরাং ফেহেলাই
বিরনা নায়' বিয়াং।
হাচুক বাসাজুক বাখা বগলা
হাচাম কাউই থাং।

বিনি রিগনাই কসম মনাক
গানা আথুকিরি রারা সুবজাক
বলঙ কীথারাং খাকলাপ রিসা
বাসাক মাচাঙজাক।
খাজু খুম সামপারি মতম
নবার কবর খাজাক।
উালুঙ নখোলা য়াক মুয়া সক বায়
বন' রিংগ অ নাঙ ফায় ফায়
লেলাই থাংদি সারাপসা আচুগাই
তিলাংদি মুয়া-ব' ফাই।
ফিকুংনি লাংগা মুনুয় সুরাই সাখা
বিনি উানসুগমা বায় আঙ সুপুঙ থাংকা
কারাই খা জাগা তায়।

বাংলা অনুবাদ

পার্বতী

পাহাড়ের সিড়ি সিড়ি বেয়ে বেয়ে
পার্বতী চলেছে।
ঘর্ম সিক্ত তনু তার
দূর পথ ক্লান্ত
জলপ্রবাহের মতো ছুটেছে
কোন দিকে না চেয়ে।
তার হরিণ নয়ন স্বপ্ন নীল
কার প্রতীক্ষা রত
অনুরাগ যেন পাখা মেলে
কোথা উড়ে যেতে চায়।

পার্বতী মন উদাসীনি

পাহাড় বেয়ে চলে।

শাড়ী-কৃষ্ণ কালো পাড়ে

শত-শত তারকা আঁকা

বনানী সবুজ তার বক্ষাবরনী

সৌন্দর্য বিলায়।

খোপায় চাঁপা ফুল গুচ্ছ

বাতাস মাতাল করা।

বন অঙ্গন করুলসম [illegible]

ডাকে তারে, আয়-আয়

বিশ্রাম করো কিছুক্ষন

করুল তুলে নাও।

তার পৃষ্ঠের লাংগা ঝুড়ি

মুচকি হেসে বলে,

তারই ভাবনায় ঝুড়ি [illegible]

না,ই—নাহি——[illegible]।

—0—

"ককবরক আমা"

অ চিনি ককবরক আমা
  নোঁঙ-ন চিনি লাংমা সিনিমা
নিনি কক বায়-ন চাঙ তাঙগ তৗইনে
  নোঙ-ন চিনি হিমমা লামা ।
চাঙ লুকতাঙলায়' বলঙ হগাই
  গায়রিং তঙগাই জাদুনি রুচাবাই
মুথুরু চেরায় উায়িং খিলি রুই
  চাঙ-ন চিনি তঙথকমা ।
চাঙ কায়লায় চালায় নোংলায়
  খাতুং খাজা খেই থানসা জতবায়
হাংবাই বুয়সু তের পালায়
  চাঅ মায় কৗতাল মামিতা রুলাই
দিয়াই সুরিই মতাই রুলায়
  নিনি কক বায় রুচাবলাই ।
নিনি কক বায়-ন চেরায় খনায়
  রৗংনক থাংগাই পরে সাইলায়
এলেম কৗরাংগাই নিনি বুমুঙ ফারলায়
  হা-বুই হা থাংবাই ।
নিনি খরাংগ খরাঙ বিউই
  তৗয়মা তৗয়সা থাং রিয়রাই
নার ফাঙ বেদেগ আচুক তকসা
  খৗনাথক রুচাবলায় ।
নোঙ-ন চিনি হা নখা খর মতাই
নোঁঙ-ন মানি আবুকতায় হাই
  চাঙ যে ফান' নোঙলে য়াকারা

নাজাদি খুলুমা নাঁও আমা।
অ রাজজ'নি জত কক ন চিনি কক
কেব-ন চাঁও এলেগানা খারাই
নাঁও হায়-ন মান মা রিলাই
আমা সাঁক মা মানি নাই
নিনি খরিঅ আচাই চাঁও
বংনি মায়া বায় ত তরনাই।

বাংলা অনুবাদ :—

হে আমাদের মাতা ত্রিপুরী ভাষা
তুমিই মোদের জীবন পরিচয়।
তোমার ভাষায় মোরা কাজ করে যাই
তুমিই পথ মোদের চলার।
আমরা বন কেটে জুম চাষ করি
টং এ বসে গাই প্রাণের গান
দুলিয়ে দোলনা শিশুর ঘুম পাড়াই
ঘুম পাড়ানীয়া গান গেয়ে।
বিয়েতে উৎসবে পান ভোজনে
আমরা মহানন্দে সবাই মিলে
পৌষ পার্বণে, চৈত্র সংক্রান্তিতে
মামিতা উৎসবে নবান্নে
ধ্যান আরাধনায় দেবতা পূজনে
গান গেয়ে যাই তোমার ভাষায়
তোমার ভাষায় ছেলে মেয়েরা
স্কুলেতে লেখে পড়ে
দেশ বিদেশে গিয়ে
তোমার নাম বিলায়।

তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
ছোট বড় নদীগুলো যায় বয়ে
কূলের শাস্ত্রী শাখে বসে
পাখীরা গাহে গান।
তুমিই মোদের আকাশ পৃথিবী
তুমিই মোদের স্বর্গ
আমরা আবাস গেলেও ছেড়ে
তুমিই মোদের থাক সাথে
তুমিই মোদের মাতৃদুগ্ধ সম
লহ মোদের প্রণাম।
এই ধরণীর সব ভাষাই মোদের ভাষা
করবো না কারো অবহেলা
তোমার মতোই দেবো সম্মান
মানবো মায়ের মতো
তোমার কোলে জনম নিয়ে
তাদের কোলে হবো বড়।

—o—

"মুতাই গরিয়া ফায়'

চইতর' নবার য়াক সুলক বায়
হানি নখৗলা ফার বাই
রিজাখা নায়থক তংথক খৗলাই
ফায়জাদি নৗং অ গরিয়া মতাই
থাঙনা লামানি লাংমা ইমাংগ
হামারি তৗয় সারসাই।
রুমা মানমা লেখামা পাই
হাময়া চায়া জুনাঅ দাই
বিসি কৗচাম নাখা বিদায়
জানগৗই হান' হামবায়।
বিসি কৗতালনি লামা কৗথার তৗই
হান' কাহাম কুরুং খৗলায়নাই
ফায়জাদি নৗং অ বাবা গরিয়া
সুরিঅ নন' ফায়-ফায়।
হাপুং হাচুক হাথাইনি বুফাং
কানল্যাই কৗতাল রিগনাই কৗখ্রা
মৗচাংলাই তংখা নন' লামনানি
বুফুরু নৗং ফায় হিনলাই।
কুচিমা বুবার বুফাং ফুরসাই
মদুনি দগা ফিয়গৗই বারলাই
বউই তনখা নৗং লেলেনা বাগৗই
থুম তাগজাক আচুক থাই!
ফায়জাদি নৗং বাবা গরিয়া
কয়' হরং নন-খা বায়।

"বাবা গরিয়া এসো"

বাংলা অনুবাদ :—

চৈত্র বাতাসে চঞ্চল হাতে
ঝেটিয়ে ধরণী অঙ্গন
করেছে আনন্দপ্রদ সুশোভন
এসো তুমি ওগো দেবতা গড়িয়া
বাঁচার পথে জীবন স্বপনে
পূণ্য বারি সিঞ্চনে ।
দেয়া-নেয়ার হিসেব চুকিয়ে
মন্দ-দুষ্ট যাহা ঝুলি ভরে নিয়ে
গেছে চলে বর্ষ পুরাতন
জানিয়ে ধরনীরে বিদায় সম্ভাষন ।
নববর্ষে পূণ্য পথে
ধরনীর শুভ মঙ্গল প্রদায়ক তুমি
ওগো বাবা গরিয়া করি ধ্যান অনুনয়
তুমি এসো—এসো—এসো ।
পাহাড় পর্বত উপত্যকা তরুদল
পরি নব সবুজের পরিধান
তব অভ্যর্থনা তরে প্রতীক্ষমান ।
মধু ভাণ্ডারের খুলি দ্বার,
প্রস্ফুটিত কুরচি পুষ্প
শুভ্রতায় ঢাকি বৃক্ষ শাখায়
পুষ্পে বোনা আসন খানি
বিছায়ে রেখেছে তব বিশ্রামের তরে ।
এসো তুমি ওগো বাবা গড়িয়া
রাখো অনুরোধ, এসো—এসো—এসো

" নায়তুকদি আন "

মতাই সাল ফায়খেই কুব কুবাই
আনি মকলনি চাতি কীচাং
অমমরানি বাগাই থাংখে থাই
মনাক বিসিং আনি হামা বাথাগাই
আঙ থাংখে কীমাই মুকুমু অঙ গাই
নরগনি বাথা দগা খাজাগ
তঙখেই বেজাগাই।
অ-ম-ন সিরিসিতিনি তম ুঙহিনাই
সিজাদি নরগ জতাই ।।
কুমুফুকু জদি আঙ ফায়' ফিরগাই
তেউাইসা জরানি য়াথলিক কা-কাউই
কীথারাং ই হা নথা খারাংজিজি তলাঅ
নায়তুকদি নরগ আন,
নথা নাংসর' সর ' হাচুক কীচাগ
সিরিং-সারাং দিপর খিরিং খিরিং জরাঅ
বুকাঙ সামপিলি কীচাং বজাগাই
তঙলায়' বাচাউই,
নবার সিরিপ সিরিপ সিবাই সিবাই
লেংজাক বাসাগ খরগ রুঅ মিহিমাই
বাথা মায়াগানাং খাতাংমা কীচাং
য়াক বায় তুরুক তুরুগাই।
নরগ নায়তুকদি আন' ঃ—
হলঙ বেসেরতাই তায়সা থাংগ রিয়রাই
নার ফাঙ সাকাঅ তকমা আচুক আচুগাই

রুচব লাই তঙখা উানামা কাঁরাঁই
খরাঙগ মদু ফুলাই।
আন' নায়তুকদি হাংরায় সাকাংনি হর,
আডান সেরমানি বাহায় মতম নবার,
ফুঙনি সাতঙ তুকুজাক নখালাঅ
জাতি সঙদুক বাকসা আচুকগাই
খাতুঙ খাজাখেই মুনুয় কারা থুঙলায়াই
আগন চুডান, পিঠা পুলি বাঙগাই
তঙথকমা ফেগাই দিদাক মিদাগাই
চালাই তঙলায়মা জরা নায়থগ'।
আন' নাযতুকদি আর'অ—
মাঁতাই চিবাঁরাই নখালা কাঁথার
জাতি হদানি বরকরগ থানসা অঙগাঁই
মাঁতাই রুলায়মা জরাঅ।
এবা দিপানিতাইনি জরাঅ
মাঁতাইমা ত্রিপুরা-সুন্দরীনি
সুনদির নখালাঅ
জাতি দফানি গুমান কারাঁই থানস
অঙগাই
বাঁতাং তাঙগাঁই মাঁতাই রুলাইনা বাগাঁই
জেনি জার বারি নায়সিংগাঁই
বাচালাই তঙলায়' মাঁতাই মুঙ নাউই
আর নায়তুকদি আন'
নরগবা আন, নায়তুগাই দে মানন'
সিদ' সিদে সিমিন'॥

—0—

বাংলা অনুবাদ

"খুঁজে দেখো আমায়"

সত্যিই যদি এমন দিন আসে
আমার চোখের উজ্জ্বল প্রদীপটি
চীরদিনের মতো নিভে যায়।
অন্ধকার মাঝে অবরুদ্ধ শ্বাস
হারিয়ে যাই আমি স্মৃতি হয়ে
তোমাদের মনের রুদ্ধদ্বারে
আবদ্ধ হয়ে থাকি।
এটাই হয়ে থাকে সৃষ্টির নিয়ম
জেনো তোমরা সবাই।
যদি কোন সময় ফিরে আসি আবার
কালের সিড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে
এই শ্যামল দেশের নীলাকাশ তলে
খুজবে কী আমায়?
গগনচম্বী সুউচ্চ পর্বতে
নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে
গাছগুলো স্নিগ্ধছায়া বিছিয়ে
থাকে দাঁড়িয়ে।
বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে বয়ে
শ্রান্ত দেহে মাথায় বুলিয়ে দেয়
মমতার অনুরাগে হাত ধীরে ধীরে।
তোমরা আমায় খুঁজে দেখো সেথায়
যেথায় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট নদী
নদী বয়ে যায়

কূলে বৃক্ষশাখে পাখী বসে
নিশ্চিন্তে গাহে গান মধু স্বরে।
আমাকে খুঁজে দেখো—
পৌষ সংক্রান্তির আগ রাতে
পিঠে পুলি ভাজার সুগন্ধ বাতাসে
আর সকালের রোদোজ্জ্বলে উঠানে
জাতি উপজাতি একসাথে বসে
মহানন্দে ঠাট্টা পরিহাস চ্ছলে
পিঠা পুলি বাংগুই আনন্দ মত্ততায়
ভাগ করে খাওয়ার উৎসবে সন্দরতায়
খুঁজে দেখো আমায়।

—o—

"আণি রুচামুঙ"

অ রুচামুঙ নরগনি বাগাই
থাংগানু আঙ কীলাংগাই।
তুকনি মায়ফাঙ সিকীলা থাতীই
হাচুক কামি নক বুরুম বুরুমাই
মায় বিয়ালনি সামপিলি মনাক
মায়তীক বাকাঅ তঙজাঅ উালাই
উাতীই উাস তঙগাই তঙগাই
বরক হাবা কারনাই আচুকজাক
এমাং হাময়া উানসুগলাই।
নবার কবর মুলুক বুফায়মা বায়

উাসক নিনাংগ য়াং আয়াং
আ জয়া উালুঙ উালুঙ গুরিউই
ফি কুং লাংগা হরাই দা বরক তাই
মুয়া রুতুগাই ফাইতে ফাইতে
জে রুচামুঙ রুচাবখা আঙ
অ রুচামুঙ নরগনি বাগাই
থাংগানু আঙ কালাংগাই।
নক নুখুং বালাম বালাম তাই
উাতাই কালায় চচ' রর' অঙগাই
আঙ নক কুনা থাপাগানা আচুগাই
মুয়া বায় মায় রুগতুতুই।
তাক কুতুগমা খারাঙগ খরাঙ রিউই
জে রুচামুঙ রুচাব তঙমানি
থাংগানু আঙ নরগন কালাংগাই।

— —

বাংলা অনুবাদ

আমার এ গান

আমার এ গান রেখে যাব
তোমাদের তরে ।।
জুম ধান শিশুরা প্রাক যৌবনা
গ্রাম পাহাড়ের প্রতি ঘরে ঘরে
অন্নাভাবের কালো ছায়া
ভাতের হাঁড়ি মাচাংগে চিন্তামগ্ন।
থেকে থেকে ঝরছে বাদল

কৃষি পরিত্যক্ত মানুষের দল
বসে রয় দুঃস্বপ্ন ব্যাকুল
মত্ত বাতাসের অস্থির আঘাতে
বাঁশবন দুলছে দোদুল এধার ওধার
এমনি দিনে আমি খুজে ফিরি বাঁশ
পৃষ্ঠে লাংগা ঝুড়ি, হাতে দা
ভাঙতে ভাঙতে বাঁশ করুল
যে গান গেয়ে যাই
সেই গান রেখে যাবো আমি
তোমাদের তরে।
চালের ফুটো গলিয়ে
টুপুর টাপুর জল ঝরে
আমি গৃহ কোন উনুনের পাশে
পেতে করুল চাপিয়ে
ফুটন্ত হাড়ির স্বরে সুর মিলিয়ে
যে গান যেতাম গেয়ে
সেই গানখানি রেখে যাবো
তোমাদের তরে।

—0—

"বাচুই কতর রিংমা"

অ হাবা থানাইরগ ফায়দি দ-দর'
অ নরগ ফায়-ফায়-ফায়।
ৰাচুই কতর দগলাম ৰাচাই
মুনুয়মা মখাঙ তাল পিরমা' হাই

আমা রিংমাসীক খাতাংমা খরাঙ
বাচুই কতর সাঅ রিংবাই ।

হাবা থানানি জরা অঙখা
সাল-ব নখা মজম' চাকখা
নগনি অঙখর লায়দি নরগ
অ নরগ ফায় ফায় ।

খরগ রিতুকু পাগুরি সরাই
লাংগাব খুংসা ফিকুং হরাই
বিসিং মায়চুসা, তায়লকসা তায়
দিবিয়া কুড়াই ফাতুয়
চুখা মাকতি কিসা বালায়' চই
য়াসা দামরা, য়াসা দাপার্তাই
নাংতে নাংতে চুমা চাউ-ন রিংফায়
অ নরগ ফায়-ফায় ।

ফুঙনি সাল হাচুক বাচাং জরা কাউই
বুফাঙ বালাই বেসের বেসের তাই
কামিলামাচিকন সারমুঙ হিমদরপ'
তাম'ব নারুগখা সাই পিরমা য়াক বায়
তাঙনা সাকতারদি আচুক তা তঙদি
তাঙখেইছে বিয়াল কাগনাই ।

তকসারগ পুঙলায় খরাঙ খানা থগাই
বাচুই কতর বিংগ খরাঙ খাতাং গাই
হাবানি জরা থানাছে নায়খালাই
অ নরগ ফায়-ফায়-ফায় ।

বাংলা অনুবাদ :—

"বড় বৌদি ডাক দিয়ে যায়"

মাঠে যাবে যারা এসো এসো ত্বরা
এসো-এসো-এসো ।
বড় বৌদি বাহির দুয়ারে দাঁড়িয়ে
মুখে চাঁদ সম হাসি নিয়ে
মায়ের মতো ডাক দিয়ে যায়
মমতা মাখানো সুরে ।
মাঠের কাজের সময় হয়েছে ।
বেশ উঁচুতে সূর্য উঠেছে
ঘর ছেড়ে এসো-এসো-ত্বরা
এসো-এসো-এসো তোমরা ।
সাদা গামছা পাগড়ি মাথায়
পিঠে বহা লাংগা ঝুড়ি
ভাতের পুটলী, একলাউ জল
পাতায় তামাক মোড়া, পান সুপুরী
কৌটাতে
এক হাতে পুরানো দা, অন্য হাতে
হুকো
খেতে খেতে তামাক ডাকে আমাদের
ওহে, তোমরা এসো-এসো-এসো সবে ।
ভোরের সূর্য পাহাড়ের কোমরে দাঁড়িয়ে
ফাকে ফাকে গাছের পাতার
পায়ে চলা পাহাড়ী পথে পথে
কী যে রেখেছে লিখে

আলোকের হাতে
কাজে উৎসাহ দাও, থেকোনা বসে
তবেই তো অভাব যাবে ঘুচে।
গাছে গাছে পাখীর সুমধুর
বড় বৌদির সুরে মমতা ঝড়ানো
ডাক দিয়ে কাছে আমাদের
ক্ষেতের কাজের সময় যে বয়ে যায়
এসো-এসো-তোমরা সবাই।

—0—

"নৌ ফায়মা"

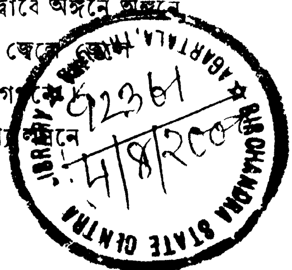
লাংমা কাঁতালনি চাতি চাংরিউই
নাঙ ফায়মা জরা কাঁথার মতাই
জেফ্রু হা বায় নখা, কাঁনায়
সাঙ্গমা যাতালায়' বাচানা হিনাই
নাঙলায় তঙমা হারাকরা,
নাঙ ফায়খা মতাই জরা ।।
আথ্কিরি সুবজাক মনাক কসম
রিগনাই ফানাই নখা
মনুয় সুরাই তলা নায়থালাই
নায়থগাই তঙখা বাচাই।
নক দগা নখালা বুরুম বুরুমাই
লামা লামা চাতি চাংরিউই
হাব' তঙজাঅ নখা নায়সাই।
মতাই জরা কাঁথার' নাঙ ফায়'

ক্তেফ্‌রু ববরগ খাম তামলায়াই
জগাল রিলাই হুদুম দুদুমাই
জাতি হদানি গুমান কারাই
সাক বাকসা খা থানসা অঙগাই
কালী মাতাই মুনদির মুনদিব
মনাকনি পহর সগাইনা বাগাই
মাতাই বিলাই তঙলায়' ।।
নাঙ ফাযমা আ জরা কাথাব
হানি খরিঅ কমরয়া অঙগাই
তঙথ্‌ অমরানি বাগাই
ফায়থ কাথাব দীপানিতা বুমুঙগাই ।।

বাংলা অনুবাদ

"তুমি এলে"

ন্‌তন প্রানের দীপালি জ্বেলে
তুমি এলে এমনি পূণ্য লগনে
যবে আকাশ পৃথিবী দুজনায়
ব্যস্ত সজ্জাব প্রতিযোগীতায
তুমি এলে এমনি পূণ্য লগনে ।
মশীকৃষ্ণ বাস খচিত তাবকা
গগনেব পরিধানে
চাহি ধবনীব পানে সহাস্য বদনে ।
তখন ধরনী-প্রতি গৃহ দ্বাবে অঙ্গনে অঙ্গনে
প্রতি পথে পথে দ্বীপ জ্বেলে জ্বেলে
চেয়ে রয় উর্ধ গগনে
তুমি এলে এমনি পূণ্য লগনে



যবে পুরবাসীগন ঢাক বাদ্যি
হুলুধ্বনি সহকারে
জাতি গোষ্ঠীর অহংকার ভুলে
এক মন এক প্রানে
দেবী কালীকার পূজোয় মহা-উৎসবে
অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরনে
তুমি এলে এমনি পূণ্য লগনে
এই ধরনীর কোলে
অক্ষয় হোক, অক্ষয় হোক
সার্থক হোক দীপান্বিতা তব নাম।

—O—

"ব ফায়লিয়া

ব ফায়লিয়া ব ফায়লিয়া
ব ফায়লিয়া তামঙগাই।
বলঙ ডুকমালি বারমানি তেয়ার'
পালায়মা নায়থক তঙথগ
খাতুংখাগা মতম জরাঅ
পিয়া নারুউাই বুঢুক আচুকথাইঅ
মসালাই রুচাবলাই তঙলায়খা
মঢু নাংগাই কেফেগাই
বছে ফায়লিয়া তামঙগাই
মবার তুরুক মঢুজারি মতম য়াগ
বলঙ বলঙ ব-ন নায়তুগ

তেয়ারফাঙ খৗলাইনা বৗখা
বছে বিয়াং তঙগৗইখা ।
য়াং তৗয় কুটা গাতি ফায়সিং
উালুঙ খাসিং খাসিং
ব-ন নায়সিং নায়সিং
মকল' সারৗই মুকতৗই;
খা ডুরু ডুরু সাক চাই সুনদরু
উানামা সাল লায়রিউই
মুয়া সক য়াক রায় মুয়াফাই লাইমা
তামঙগৗই তেই ফাইলিয়া হিনৗই

বাংলা অনুবাদ

সে এলো না   সে এলো না
কেন সে এলো না !
বিকশিত বন-মালতী লতা
আনন্দ সুন্দর উৎসব মুখর ক্ষণে
অতিথি মধুকরেরা বসে লতার আসনে
মধু নেশা মাতোয়ারা নাচে গানে ।
• কেন সে এলো না এলো না ।
মৃদু সমীরণ মধুগন্ধা ঝারি হাতে
বনে বনে খুঁজে ফিরে তাকে
মনে সাধ উৎসবপতি বরণে ।
জল কূপ ঘাট পার্শ্বে
উদ্ভিন্ন বাঁশবন অপেক্ষারত
সজল নয়নে

দুরু দুরু বুক, কুন্ঠিত দেহ
দুশ্চিন্তায় দিন চলে যায় ;
করুণ-সম হাতে করুণ ভাণ্ডানীয়া
কেন যে এলোনা আর ?

—০—

" শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী "

মনাক দগা সাবাইনা বাগাই
খাকলাপনি থীয় রিসাই
ই হা হাচুক কালাংনাই চাকসাই
শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী
নরগ-ন মুয়তু খীলায়।
সেপলে জাকনাই কুমুপ চাজাকনাই
তলা কীলাই এলেগানা সয়নাই
ক্কেব'রগ সানাই লাংমানি মানথাই
বদলা মাননাই তমুও সিতরা
জত'নি বারা সেলেংথাই,
অমনি কীয়াক বাদী বাচানাই
শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী
নরগ-ন মুয়তু মীলায়।

বাংলা অনুবাদ

যারা অন্ধকারের ভাঙতে দুয়ার
বুকের তাজা খুনে
রাঙিয়ে গেছে এই ধরনীর মাটি
তোমরা শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী

তোমাদের আনি স্মরণে ।

যারা বঞ্চিত শোষিত,
দলিত অবহেলিত,
যারা চেয়েছিলো জীবনের অধিকার
তার প্রতিদানে পেয়েছিলো শুধু
নিষ্ঠুর স্বৈরাচার,
তোমরা নির্ভিক প্রতিবাদ তার
শহীদ কুমারী-রূপশ্রী-মধুতী
তোমাদের আনি স্মরণে ।

—O—

"থানানি বাহাই"

কয়জাক সাল মখাও সমচাই
নখা সমলুলুকনি পুব আরি বাচাই
হর বারা বাখং কাগয়া মুকতৈর
বিয়ন-ব য়াকরয়া রমতন' কবাগাই
থুমুঙ নিল মিলজাক মকল কনায়
ফিয়ুক কিয়ক মায়া ফিয়গাই
বাখাঅ উানস্নুগমা বথর মায়া খুলগাই
তাম'ছে খালায় নাই জরা মতাই ।
ফুং সেলে সেলে তংখা আচগাই
খা বসাক বাচায়া খা-সারাংগাই
থানছে নায়খা লাইউই ।।
নক তংতে তংতে তংজাঅ মানাই
ক্ষেত'নি হা কুমুন বাহাই
মথা মথা মাজাক নখালা রাংজাক

হাতিয়া মায় বাসা কালায়
মথা বিসিংগ হামা কুফুংগাই
তংলায়ংগা কাবাই কানাই।
য়াং মায়খেতলে বুম খানা মুচুংগাই
তায় হারপেকঅ লেং তংগাই
খুক পেপলায়া কক বায়
থাংমা থাইমানি চাআ বচাই
সেলেরাইদে আচুক তংনাই ?
য়াং জরালে থাং তঙমানাই
তামছে খলায়সিনাই।

বাংলা অনুবাদ

সূর্য অভিমান ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে
কালচে আকাশের পূর্ব প্রান্তে
ছোট খাটো রাত ঘুম মুছে যায় না
শয্যা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে
নিদ্রার আঠা মাখানো চোখ
খুলি খুলি খোলে না।
মনে চিন্তার গিট বাঁধা পারিনে খুলিতে
কী যে করি পাইনে ভেবে।
আলসে আলসে সকাল বসে
সজীবতা হীন দেহ মন
সময় চলে যায় বুকে হেঁটে হেঁটে
কী যে করি ?
ঘরে বসেই পাচ্ছি ক্ষেতে পাকা মাটির গন্ধ
ধান শিশু আঁটি বাঁধা আঙ্গনে

রুদ্ধশ্বাস ক্রমন রত।
ওদিকে ক্ষেত যে মাতৃত্বের স্বাদ পেতে
চাহে
ডেকে ডেকে আমাদের বাণী হীন স্বরে
জল কাদায় মূর্চ্ছা গতা।
জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে দাড়িয়ে
আলসে বসে কী যায় থাকা
এদিকে সময় যে যায় চলে
কী যে করি উপায়।

—০—

" কিমানি কীবাংগ "

সাল কীতাল ডামা কেফেক বায়
মুচুঙমা তিয়াবি তীয় লমবাই
লিলাক তঙখা নবার কবরনি
য়াক সুলুক বুজাকমাবায়।
ফায়দি চাঙ কীনীয় য়গ থানাই
য়াক বায় য়াক রমলাই।
নক মাননি আরি লাই
জাতি হদানি গুমান কারীই
রিচুম কিচিক আহাই
লাচিমা ডানামা খিবীই বুপরাই
বীসাস হাচুসি নাঙজাকহাই।
ফায়দি নক মুখঙনি খামুঙ রাসীহ
পাইথাক কীরীইঅ থাংউানু সগীই,
তীরমা যেম'তীই তীরমা কতর'

তৌয়মা থাংগ বাথাগয়াই সায়য়'

পাইথাক কৌরাইঅ কতর' ।

নাঁও বায় আও অওগাই

কিসানি কৌবাংমা অওলায়াই

দালকজাগাই থাংউানু থানসা জত'বায়

চাঁও ককথায়সা থায়সা কৌথালাই থাং

অও থাংগানু ফায়সা ককতাং

বাংলা অনুবাদ

নতুন দিনের মাতাল বরিষণে
ঢল নেমেছে কামনা সরোবরে
ঢেউ উঠেছে পাগল হাওয়ায়
পেল করাঘাতে ।
এসো মোরা দুজনায় হাতে হাত রেখে
সাঁতরে চলে যাই ।
নিষেধ মানার পেরিয়ে সীমানা
অহংকার যতো জাতি গোষ্ঠীগত
ত্যাগ করে যাই ছিন্ন বস্ত্রের মতো
লজ্বা, চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
গায়ের ধুলো মাটি সম ।
এসো ঘর সংসারের বাধন কেটে
পৌছে যাই অনন্তে ।
যেমন করে ছড়া-নদী যায় নদীতে
বিরতি বিহীন নদী-ধায় সায়রেতে

তুমি আর আমি হয়ে আমরা
মিশে যাবো সকলের সাথে
আমার একটি একটি কথা
হয়ে যাবে একটি কবিতা।

—0—

"হর কাবমা"

মিয়াঅ হর বা তাম' সীক কাবক
সারাই মুকতাই রয় রয়
কুমু ফুরুবা সুলুক সুলুকউই
হামা কলক রহরাই।
হামজুক রহমা সীকাংগ জেমতাই
নকসিংগ বীরীয়মা কাবমা আহাই
কুমু-ব মানলিয়া সাই।
সাব'বা ব-ন কাবমানি কারন সীভ গাই
নখাঅ তঙজাঅ গুরুমীই কুলাই।
সাব'বা ব-ন' নখা কিলিকনি চাতিতাই
তঙজাখা নায়তুগাই
খাদে খারীই থাংন' হিনাই
মনাকনি য়াকচু মানাই।
সুগখা ব-ন' আইচুক জরাঅ
সালনি পিরমা কীলায়'
বীসাগ রিগনাই খুম বকুল সুবজাক
কীথারাং ডুলায় চুমাই
খাজু বেরাউই খুম সামপারি
নবার' মতমমা সারাই;

বিনি মকল কতর' ইমাং ফুলজাক
খাংগার' মুকতায় থপসা নাঙজাক
সিরিং সিরিং ধাচা উই।

বুকুং বালিক খুনজু জুমকা
জিলিক জিলিক চাংউই তঙখা
আইচুকনি পুইলা পিরমা কাতালনি
পহর আর' নাঙগাই।

ফুঙদি খুমবাহায় মতমজাক
নবার কচাং তুরুক সিবজাক
তকসা তকসু খানাথক রুচাবজাক
জরা কাথার লামতাই
ব-বা থাদে থাংন' সালনি নুখুঙগ
তাঙথাই তাঙনা বাগাই।

বাংলা অনুবাদ

সে দিন সে রাত কেন যে কেঁদেছিলো
এতো
ঝরো ঝরো অশ্রুধারে
কখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে।
নব-বধূ যাবার আগে যেমন করে
মেয়েরা কেঁদে থাকে
পারিনি কিছুই বুঝতে।
কেউ-রা তাকে কাঁদার কারণ শুধায়

আকাশ থেকে গুরু গরজান বকুনি দিয়ে
কেউ বা তাকে বিজুরী বাতি হাতে
খুঁজে খুঁজে ফিরে
পালিয়ে যদি যায় কোথাও
অন্ধকারের সহায়তা পেয়ে ।

দেখি তারে ভোর বেলাতে
উদয় রবির কোমল আলোতে
অঙ্গে শাড়ীতে বকুল গাথা
সবুজ ঊষা গায়ে
খোপায় চাঁপা ফুল
বাতাসে সুবাস বিলিয়ে ।

আয়ত লোচনে স্বপ্ন মাখানো
গন্ডে অশ্রু একবিন্দু দাড়িয়ে নীরবে
নাকেতে নুলুক, কর্ণে কুন্ডল
করে ঝিলিমিলি
ভোরের প্রথম কিরণে ।

ফুল গন্ধে বিজারিত মন্দ মন্দ সমীরণে
বিহগ মধুর কলতান মুখরিত
পূণ্য লগন পথ বাহী
সে কি কর্ত্তব্য সম্পাদনে
যাবে চলে দিবস সংসারে ।

—0—

মতাই দে অঙনাই”

য়াং নার’ আঙ আয়াংগ নীঙ
তঙলায় নাই বাচাই
কীচার মকল কতর কীচাক
মানানি য়াক তিসাজাক।

চীঙ নখা কায়সানি তলা তঙগাই
সাতুঙ উাতাই বাকসা মানজাগাই
নবার কায়সা বায় নাই রহ রাই
তঙলায়’ চীঙ থাঙগাই।

আনি রুচামুঙ নিনি ব রুচামুঙ
রুচাব লায়খেই, খনালায় চীঙ
ইমাং নুগমা উানস্থগ মা
লাংমানি চবা ব কায়সাই।
তব’ কীচার’ মকল কতর কীচাক
তামংগাই মানানি য়াক তিসাজাক।

বারখা খেই খুম মতম বাহায়
য়াং আয়াং নবার কবন বায়
নীঙ-ব মান নাই আঙ-ব মান নাই
বীখা তঙথক রিনাই।
তামংগাইলে সকল কতর কীচাক
মানানি য়াক তিসাই বাচাজাক।
পুন মুস্থক ইয়াং আয়াং লাইস্থউই
মস ফানথক চালায়ানু হিনাই

জত' ফায়সিংগন অমরগ তঙগ
মরগ চাখেই চাউন্নু ফাঙফুয়সাই ;
মালয়া ফান' নাঁও বায় আঙ
য়াফার হামজামাখা যায়

বাংলা অনুবাদ

"এই কি হবে"

এপার আমি ওপার তুমি
মাঝারে আয়ত রক্ত লোচন
তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে ?
একই আকাশের নীচে মোরা করি বাস
রোদ বৃষ্টি সমভাবে ভুগি
একই বাতাসে মোদের শ্বাস প্রশ্বাস
মোরা বেচেঁ থাকি।
একই গান মোদের দুজনার
গাইলে গান শুনি দুজনায়,
বিভেদ বিহীন চিন্তা ভাবনার
একই জীবন সংগ্রাম।
তবু কেন মাঝারে আয়ত রক্ত চক্ষু
তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে !
ফুটিলে ফুল সুগন্ধ তার
বাতাসে সুবাস করে এপার ওপার
সুবাসে আকুল মোরা দুজনায়
ভরে মন আনন্দেতে।

তবু কেন আয়ত রক্ত চক্ষু
তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে।
গো-ছাগল এপার ওপার করি
লংকা বেগুন ফেলে খেয়ে তাই ?
সব পারেতেই ওদের নিবাস
ওপারের ওরা যদি খায়
খাবে মূল সহ তুলে।
তোমার আমার মিলন নাইবা হলো।
শুভেচ্ছা শুধু রইলো।

—০—

"সার্ব থাং"

সাব' থাং—সাব' থাং—সাব' থাং
নখা সমজ্ঞাক সাল হুইজাখা বিয়াং
হাবা সিরিং সিরিং বরক কারজ্ঞাক
তেম তেম উামা সাল।
নবার কেফেক বুফায়' য়াং আয়াং
য়াক সুলুক বায়
উাসক উালুঙ খরক নিনাং নিনাং
মতৌই জরাঅ সাব' থাং।
লামা কুচুক হাচে রিমি য়াখলিক কাউই
খারা বায়াসং মায়সুনচুই থুবলুং তাব
খরক রিতুকু মরজ্ঞাক
ফিকংগ লাংগা হয়জ্ঞাক,

দা-বরক য়াগ তাঁইজাক
সাব' থাং ফাইনানি মুয়া।
অওমান কেবনি বুমা, এবা বিচিক
কেবনি বঁসাজুক এবা হামজুক,
কেব' বায় মা ওওনাই হালক
অম' উানসুগাই তাম' অওনাই
আওলে বন খায়রুগাই খুলুমুই
হা ত্রিপুরা আমা- হিননাই।
বাঁসা বাঁতাই রগনি বাগাই
মা থাংগ সাল মতাই,
নায়তুকনানি চাথাই,
হয় অকথুইমা-ন বুথারনা বাগাই
কিরিমা সিনচা বলও লামাতাই
সাইসুং থাংগ থুইমা কিরিয়া মাং
থাওনা বাগাই ব থাং-থাং।।

বাংলা অনুবাদ

"কে যায়"

কে যায়—কে যায়—কে যায়
মেঘাবৃত আকাশ সূর্য্য লুকাইল কোথায়
নিস্তব্ধ কর্ম্ম জন পরিত্যক্ত
ঝিরি ঝিয়ি ঝরা দিনে!
মত্ত বাতাস হানচে এলো মেলো
চঞ্চল হাতে দোলায় বাঁশ বন

এমনি সময়ের সিড়ি ভেঙ্গে
দুধারে আসামলতা এলিয়ে পড়া
বন্ধুতে পিচ্ছিল পথ বেয়ে
মাথায় গামছা পাগুরি বাঁধা
পৃষ্ঠে ঝলন্ত লাংগা ঝুড়ি
তাক্কাল দা হাতে।
বাঁশ করুল ভাঙতে কে যায়?
হবে হয়তো কারো মা বা পত্নী
কারো মেয়ে কারো বধূ
হয়তো বা কারোর মা কারোর আত্মীয়া
আমি মমতা মাখা শ্রদ্ধা জানিয়ে
বলবো, ত্রিপুরা মা-ই।
সন্তান, সন্ততীর জন্য এমনি দিনে
চলছে খাদ্য অন্বেষণে
ভয় সংকুল বন পথে
একাকী নির্ভয়ে বাচার তাগিদে
সে যায়-যায়

—O—

"সাচেলাং"

খেত' আউার রগ তঙজাঅ থুলাই
চুমাই সাতুঙনি ডুলায়
হুকনি খা খামজাগাই সিরিংগাই
জরা-ন তঙফুরু নায়সিং গাই।
বাথাঅ ইমাং কাথারা লিলাকমা

মকল' উাতাই মলনি উানসুগমা
সাচালাং ফায়কা জরাঅ মতাই
হা-ন সিকালা খা রিউই।
খুম পালশ, বরচুক বারখা চাকসাই
খা সয়লিয়া থাইচুক ফাঙরগ তাক্স
বাখারায় খা রিখা বাতাং বাতাং
বুচুক-বাচাক পুঙরায়াই।
কগতন মানাই নবারনি খুকতাই
পিয়ারগ ফায়কা বদল খাউই
রুচাবততুই মসালায়াই
মদুসে তঙলায় সানাই।
সাচেলাং ফায়কা জরাঅ মতাই
জরানি রিবুকু রমাই।
খুম মাজিলতা নায়থগাই বারখা
নবার' মতম বাহায়
বায়তুই বারতুই সামপারি বাখারাই
ফিয়কদি মকল তা লাচিদি হিনাই
সাব'ছে সাঅ, থাংনা নায়খা জরালাই
কুংকিলা খা উদিলা পুঙমাং পুঙমাং
খরাঙসে সগলিয়া তাক্স।
বুফাঙগ বুদুগ বালাই কাতাল
নখা চুমুই কারায়' মুনুয়' তাল
দখিনা বয়ার সিরচাঅ সিরিপ
বাসাকছে তঙথকলায়।
সিকালা সাচেলাং ফায়খা হাজ
নায়থক তঙথক রুলাই

বাংলা অনুবাদ

ক্ষোত-মাঠ ঘুমন্ত যখন রৌদ্রে চাদর গায়ে
জুমের বিদগ্ধমন নীরবে সময়ের প্রতীক্ষায়
দেখেছে স্বপন সবুজের নর্ত্তন
নয়নে বাদল দিনের স্বপন
বসন্ত তুমি এসেছো তখন
ধরার যৌবন দানে।
পলাশ, শিমুল ফুটেছে লালে লাল
মন মানেনা আম্র শাখার
ধরেছে মুকুল থোকা থোকা আগায় আগায়
খবর পেয়ে বাতাসের মুখে
মৌমাছিরা দলবেধে নৃত্য গানে
জুটলো এসে মধু খোজে।
বসন্ত এলো সেই সময়ে
কালের আঁচল ধরে।
ফুটেছে মাধবী লতা বাতাসে সুবাস ভরি
ফুটি ফুটি করিছে চাম্পা কোরক
কে যেন বলিছে করোনা লজ্জা
লগন যে বয়ে যায়।
উদাসী কোকিল ডেকে ডেকে সারা
স্বর ভেঙ্গে গেছে তার
গাছে ডালে ডালে নব কচি পল্লব
হাসে চাঁদ মেঘ মুক্ত গগনে
দখিনা বাতাস বহে ধীরে ধীরে
কত যে খুশী লাগে
যৌবন বসন্ত এলো ধরনীতে
আনন্দে সুন্দর লাগে।

— C —

থরান ”

তামগুগাই তিনি লে কয় নেনে মনায়
 খাংগার' রমাই, য়াকুং ফেহেনাই
 থাপা গানা তগু আচুগাই ।
থাপা গুর মুসুগু জাগয়া
 থাংতাই দিপর বায় খেলায়
বাকা সাকাঅ মায়তাক মায় কারাই
 তগুজাঅ খুডাই ।
গলা তায় কারাই কায়তেরে কালাই
নগ নাসারগ হাঅ থুলাই
 নগদে কারাই চাথাই !
 বনা ফালনা থাংকানা নাসাই ।
তাংলা জরা উালিয়া উাতাই
থাই মেরে মেরে মায়কাগু কালায়
বুকাগু উাফাগুবগ বাচাই সিরিং সিরিং
 সাতুগু তুংমা-ব বেতালায় ।
কুডা তায় কারাই য়ংলা আচুগাই,
ত য়সা সাক কেরাম তগুজাখা থুডই
নারনি হায়চিংসাঅ খরক বউই
 লেংজাগাই সাতুং বায় ।
তকসা তকসুরগ রুচামুগু কারাই
 তগুগাইখা জাবরা বিসিং থাংগাই
তা মনাই, তিনিলে নগু বাকসা অগুখা
 খেত, হুক আডার হা নখা

তীয়মা তীয়সারগ বায় ।
উাতীই সুরি, উাতীই দিয়াই, উাতীই
বিরলাই
লাংমানি চবাঅ অঙগাইদে মান-ন কীপ-
লায়
খাদে থাঙ-মান-ন বীসা বীতীই রগ বায়
অ কগ-ন মা উানাস কথাই

বাংলা অনুবাদ

কেন তুমি আজ অভিমানী বোন
গালে হাত মেলে পা
বসে উনুনের ধারে ।
উনুনে পড়েনি আঁচ
দুপুর যে গড়িয়ে যায়
মাচাং এ শূন্য ভাতের হাড়িটি
হা করে আছে পড়ে ।
কলসী জল শূন্য কাৎ হয়ে আছে পড়ে
ছেলেরা মাটিতে ঘুমুচ্ছে পড়ে
ঘরে খাদ্য নাই ?
জ্বালানী কাঠ বেচতে গেছে'
হয়তো তোমার স্বামী ।
খেতের কাজের সময় বৃষ্টি নাই
ধান শিশুগুলো মরোমরো প্রায়
গাছ পালা সব নীরবে দাড়িয়ে
রৌদ্র উষ্ণ ঝরা ।

কূয়ো জল শূন্য' ভেঙ্গেরা বসে,
নদী-শীর্ণ দেহে ঘুমন্ত
পাড়ে বালুচরে রেখে মাথা
রৌদ্র তাপ ক্লান্ত।
পাখীকূল ভুলি গান
ঝোপে ঝাড়ে করেছে আত্মগোপন
ওগো বোন তুমি যে আজ এক হয়ে গেলে
ক্ষেত-জুম-মাঠ-আকাশ মাটি
ছোট-বড়-নদী-সবাকার সাথে।
বৃষ্টি পূজনে, বৃষ্টির ধ্যানে, বৃষ্টির মাগনে
জীবন যুদ্ধে হওয়া যায় কী জয়ী
বেঁচে কী-থাকা যায় নিয়ে পুত্র পরিবার
সে কথা আজ ভাবতে হবে
সবাকার।

—০—

" সাব নাঙ "

সাব নাঙ আনি দগা বাচা ফায়উই
বুফায়খা দগা খাজাগ
নবারনি য়াক বায় সতনাই।
আঙ আতমসা, থুমা বাচাউই
মুগলিয়া কেবন দগা ফিয়গাই
ইমাং ফুলজাক মকল বায়

য়াং আয়াং লায়সিগাই।
আফুরু হর আইতাই আইতাই
নখা লামা লামা পিরাই পিবাই
তাল লেংগাই কিফিল থাংতুতাই
নখা কুনাঅ বাচাই।
হানি ফায়সিং তঙজাঅ নায় খালায়
জানগাই তামবায়।
আথুকিরি রগ-ব হপুঙ হপুঙ
মা থুয়ানি বংগাই
মকল' মকতারাই বুল জাগাই
তঙলায় মুফলিগাই।
খুমলুঙনি খুম বাখারাই
মকল ফিয়কতাই ফিয়কতাই
নবার দখিনা মতমমা সানাই
তঙজাঅ বেদেক নিনাংরুই।
তকমা তকস্নরগ থুমা বাচাউই
বথপ আচুগুই চিয়ক মিয়গাই
তঙলায়' সালাইউই
বুর' থাংকেই তাম' মাচানাহিনাই।

বাংলা অনুবাদ

কে তুমি এলে আমার বন্ধ দুয়ারে
হানলে আঘাত বাতাসের হাতে
আমি যে সহসা ঘুম থেকে জেগে
দেখিনি কাকেও এদিক সেদিক চেয়ে

স্বপ্ন বিজরিত নয়নে।
তখন রাত্রি শেষ প্রায়
আকাশ পথ হেটে ক্লান্ত চাঁদ
আকাশের এক কোনে দাঁড়িয়ে,
পৃথিবীর পানে চেয়ে জানাচ্ছে শুভরাত।
সারা রাত বিনিদ্র রজনী যাপনে
ঘুম ঘুম চোখে মিটিমিটি চেয়ে
ফুল বাগানের ফুল কলিকা গুলো
চোখ মেলি মেলি করে।
সুবাস খোঁজে দক্ষিনা বাতাস
দোলায় ডাল ধরে ধীরে ধীরে
পাখীকুল জেগে উঠে কুলায় বসে
কিচির মিচির কথা কহে
কোথা গেলে আজ
পাবে তারা সুখাদ্য খাবার।

—o—

"নাঙ জোতনি"

লাংমানি ক্ষেত' হুগ কাখোরাঙ নাঙ
চিনি ইমাং খোরাঙ জি জি নথা ;
দুখ্ দসান' কাগরিনাই নাঙ
উাই চাংরিনাই হা কাতুং খা
নিনি খাতাংমা খুম বারবায়াই
নবার নবার' মতমমা সারাই
বলঙ হ চুক কামি হাচালরগ'

তঙথকমা পিরাই রিঅ।

নি খা ফুরমা হর তাল পিলালা

খালায় চিনি বাখা উদিলা।

নি জারে বায় মলরগ ফায়াই

নি নখালা রিলায় নায়থগাই

নি বায়লিং সুপুঙরি চা বাথাই

চাঙন' মাথাঙ রিলায়'।

ঙন মুনদির, মসজিদ, গীরজাঅ

অসয়ক্তে চাঙ বা কক ফেরলাম'

কসা খরকসান' সেলেংজাগাইজাঅ

বুলাই উালাই সুগলাই।

ঙ' কাবাঙ গাই তঙগাই নাঙলে

তঙজাঅ মুনুয় বাই।

বাংলা অনুবাদ

বার তুমি

ধানের ক্ষেতে জুমে সবুজ তুমি

মোদের স্বপ্নের নীলাকাশ

দুঃখ দুদর্শার পরিত্রাতা তুমি

তপ্ত ধরনীর জড়াতে তুমি বরষার ধারা

মমতা তোমার ফুল হয়ে ফুটে

বাতাসে সুগন্ধ বিলায়ে,

সুদূর পাহাড় বনানী গ্রামে

তুমি আনন্দ ঝরা।
তোমার খুশী জোৎস্না পুলকিত রাত্রি
মন মোদের করে উদাসী।
তোমার করুনা ঋতু পরিক্রমা।
করে সুশোভন ধরার অঙ্গন
শস্যে ভরা মাটির ডালে
বাঁচার প্রত্যাশা আনে
তুমি মন্দির, মসজিদ গীর্জায়
মোরা কথার বিভেদ গড়ি
করি ঝগড়া হানাহানি
সর্বব্যাপী তুমি হাসো।

—o—

" তাঙচানাইমা "

সাল কতরমানি জরা কতুং কলকমা রমাই
নখা লামা লামা হিমাই পিরাই
লেংজাক সাল হা-নখা আরি বাচাই
হানি ফায়সিং তঙখা নায়খালাই
বুফাং বেসেরতাই সিরিং সিরি খাতাংগাই।
নখা কাচাং কুউার তলাতাই
তকসারগ বাতাং বাতাং তঙলায় থাংগাই
নবার সিরিপ সিরিপ' বিরলাই
জেনি জার বথপ ফায়সিং
বাসারগ তকখুই তঙখানা নায়সিং।

কামি-লামা চিকনতাই দাতি য়াপরি সেউই
জে আজি মানখা কুতুং সাপুঙ তাঙগাই
থাংলায়' তাঙচানাইরগ খরগ রুজুই
থাঙমানি মামুয় খুনুয়।
সম পায় খেই মস' পায় মায়া
মায়রুম পায় খেই থক পায় মায়া
আজিমালে কিসা, মামুয়নি দামলে
বাংরুরুক সাল বুরুম বুরুম।
য়াংনগলে তঙখানা নায়সিংগাই
বাসা বাতাই রগ অকখুই।
ব রগ থাংনায় য়াপরি লেংজাক
দাতি দাতি য়াপরি সে সেউই
সাব'ন সানাই, সাউইব তাম' অঙনাই
কাপাল-ন দোষী রুনাই।

বাংলা অনুবাদ

"দিন মজুরিনী"

সুবৃহৎ দিনের উত্তপ্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে
গগন পথ আলো পরিক্রমান্তে
ক্লান্ত সূর্য মাটি আকাশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে
ধরনীর পানে চেয়ে আছে
বৃক্ষলতা ফাঁক দিয়ে নিরব স্নেহে
প্রশান্ত প্রশস্ত গগন তলে
পাখীরা সারে সারে উড়ে চলে।

স্নিগ্ধ বাতাসে নিজ নিজ কূলায়।
ক্ষুধার্ত্ত ছানারা অপেক্ষমান ভেবে
গ্রাম্য সরুপথে ধায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে
যে রুজি হয়েছে উষ্ণ সারাদিন খেটে
চলেছে খেটে যাওয়া মানুষেরা।
মাথায় বয়ে নিয়ে
জীবন ধারনের সামগ্রী।
নুন কিনে যায় না কেনা লঙ্কা
চাউল কিনলে তেল হয়না কেনা
সামান্য রোজগার, জিনিষ পত্রের দাম
দিনের পর দিন চলছেই বেড়ে।
ওদিকে যে ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানেরা।
অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে
তারা চলে ক্লান্ত দ্রুত পায়
কাকে বা জানাবে বলবে কাকে
বলেই আর কী হবে
শুধু ভাগ্যকে দেয় দোষ।

—0—

"বলঙ কাব"

বলঙ মকল' মুকতী বীয় কীবীই
সাপুংহপুং তঙজাঅ কাবীই
কেব'-ন সাথগয়া কেব'-ন ফনুকথগয়া
খা বিসিং তঙজাঅ মুকতীয় সারীই

সিরিং সিরিং বাচাই।
হাচুক-ব' নখা নাংসর খরক তিসাই
নীখা ডুরু-ডুরু উানস্থগাই উানাই
গামজামা বুলজাক নুখুঙ কীখারাং
উলদে তেই তঙনাই।
অর'অ উর'অ বুফাঙ থুনতা মামাং
বুউা অকখুয়জাক উখাগাই চামাং চামাং
পাছে পাইনা নায়খা বলঙ বুফাঙ
উল' চানী য়রুং ফুয়সাই!
ফেনি জাব বানা তিসাই তিসাই
মলনি উ'ল মল ফায় বাই ফায়বাই
হাচুক বলঙ-ন সাংগ মীলাং চাই
কক খাতাংমা বায়
নতাই তমুঙ সিতরালে কুনুফরু
নুগয়াখী আগিঅ ফাই।
তামঙ নিনি হা কীচাক চাকসাখা থাইহাই
অরঅ উর'অ মানবায় মীনাম কচক বাহাই
তামংগাই বরকরগ মা থুয়া আঁঙ
চাতি চাংয়া নক বুরুমাই।
রুচামুঙ বাথাকজাক তঙথকমা কীরাই
সাল তঙসানি মায় মচমসা চাউই
নকসিং হাবীই দগা খাউই
হর কিরিমা রুঅ লাইউই।
নবার সিবসাঅ কুতুং কুতুং
হামাকলক রঙমা হাইতাই।

বলঙ ম'সা মায়ুঙ গীনাং য়া বীংকু
বুর'অ থাংলায়খা বলঙ কায়ীই ;
তাবুক তামছে তঙলায়খা আকারীই ।
জেনি ওার বুমুলনি বানা কুচুগ তিসাঙ
মলনি উল' মল ফায় থাংগ জরালাই
খামচুই য়গমা হাই ককলাম সালাই
খা কামজাগীই কেব' তাঙলায়া,
হাচুক বলঙ মতীইদে তঙলাই
মানদার মাসা বুফাঙ সাকা নগদাম চাতে চাতে
তাম'ব সাঅ তেনতীই ।

বাংলা অনুবাদ

" বনভূমি কাঁদে "

বনভূমি নিদ্রাবিহীন
দিন-রাত শুধু কান্না
কাকেও যায়না বলা-যায়না দেখানো
মনে মনে শুধু অশ্রুফেলা
দাঁড়িয়ে নিরবে ;
পাহাড় ও গগনচম্বী শির তুলে
দুরু দুরু বুক ভাবনায় দুশ্চিন্তায়
ভালবাসা জড়ানো সংসার সবুজ
আর কী থাকবে পরে ।
হেথা হোথা শুধু গাছের গোড়া

কামি-লামা চিকনতাই দাতি য়াপরি সেউই
জে আজি মানখা কুতুং সাপুঙ তাঙগোই
থাংলায়' তাঙচানাইরগ খরগ রুজুই
থাঙমানি মানুয় খুনুয় ।
সম পায় খেই মস' পায় মায়া
মায়রুম পায় খেই থক পায় মায়া
আজিমালে কিসা, মানুয়নি দামলে
বাংররুক সাল বুরুম বুরুম ।
য়াংনগলে তঙখানা নায়সিংগাই
বাসা বাতাই রগ অকখুই ।
ব রগ থাংনায় য়াপরি লেংজাক
দাতি দাতি য়াপরি সে সেউই
সাব'ন সানাই, সাউইব তাম' অঙনাই
কাপাল-ন দোষী রুনাই ।

বাংলা অনুবাদ

"দিন মজুরিনী"

সুবৃহৎ দিনের উত্তপ্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে
গগন পথ আলো পরিক্রমান্তে
ক্লান্ত সূর্য মাটি আকাশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে
ধরনীর পানে চেয়ে আছে
বৃক্ষলতা ফাঁক দিয়ে নিরব স্নেহে
প্রশান্ত প্রশস্ত গগন তলে
পাখীরা সারে সারে উড়ে চলে ।

স্নিগ্ধ বাতাসে নিজ নিজ কুলায়।
ক্ষুধার্ত্ত ছানারা অপেক্ষমান ভেবে
গ্রাম্য সরুপথে ধায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে
যে রুজি হয়েছে উষ্ণ সারাদিন খেটে
চলেছে খেটে যাওয়া মানুষেরা।
মাথায় বয়ে নিয়ে
জীবন ধারনের সামগ্রী।
নুন কিনে যায় না কেনা লঙ্কা
চাউল কিনলে তেল হয়না কেনা
সামান্য রোজগার, জিনিষ পত্রের দাম
দিনের পর দিন চলছেই বেড়ে।
ওদিকে যে ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানেরা।
অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে
তারা চলে ক্লান্ত দ্রুত পায়
কাকে বা জানাবে বলবে কাকে
বলেই আর কী হবে
শুধু ভাগ্যকে দেয় দোষ।

—O—

" বলঙ কাব "

বলঙ মকল' মুকতী কীয় কীবীই
সাপুংহপুং তঙজাঅ কাবীই
কেব'-ন সাথগয়া কেব'-ন ফনুকথগয়া
খা বিসিং তঙজাঅ মুকতীয় সারীই

সিরিং সিরিং বাচাই।
ভাচুক-ব' নখা নাংসর খরক তিসাই
লাখা ভুরু-ভুরু ডানস্থগাই ডানাই
গামজানা বুসজাক নুখুও কাখারাং
উলদে তেই তওনাই।
অর'অ উর'অ বুফাও থুনতা মামাং
লুডা অকখুরজাক ওখাগাই চামাং চামাং
পাছে পাইনা নায়খা বলও বুফাও
উল' চানা য়রুং ফুয়সাই !
জনি জাব বানা তিসাই তিসাই
মলনি উ'ল মল ফায় বাই ফায়বাই
ভাচুক বলও-ন সাংগ মালাং চাই
কক খাতাংমা বায়
মভাই তমুও সিতরালে কুমুফুরু
মুগয়াখা আগিঅ ফাই।
তামও নিনি হা কাচাক চাকসাখা থাইহাই
অরঅ উর'অ মানবায় গানাম কচক বাহাই
তামংগাই বরকরগ মা থুয়া আঁও
চাতি চাংয়া নক বুরুমাই।
রুচামুও বাথাকজাক তওথকমা কাম্নাই
মাল তওসানি মায় মচমসা চাউই
নকসিং হাবাই দগা খাউই
হর কিরিমা রুঅ লাইউই।
নবার সিবসাঅ কুতুং কুতুং
হামাকলক রগমা হাইতাই।

বলঙ ম'সা মায়ুঙ গীনাং য়া বীঁইং
বুর'অ থাংলায়খা বলঙ কারীই ;
তাবুক তামছে তঙলায়খা আকারীই ।
জেনি জার বুমুলনি বানা কুচুগ তিসাঙ
মলনি উল' মল ফায় থাংগ জরালাই
খামচুই য়গমা হাই ককলাম সালাই
খা হামজাগাই কেব' তাঙলায়া,
হাচুক বলঙ মতীইদে তঙলাই
মানদার মাসা বুফাঙ সাকা মগদাম চাতে চাতে
তাম'ব সাঅ তেনতীই ।

বাংলা অনুবাদ

"বনভূমি কাঁদে"

বনভূমি নিদ্রাবিহীন
দিন-রাত শুধু কান্না
কাকেও যায়না বলা-যায়না দেখানো
মনে মনে শুধু অশ্রুফেলা
দাঁড়িয়ে নিরবে ;
পাহাড় ও গগনচুম্বী শির তুলে
দুরু দুরু বুক ভাবনায় দুশ্চিন্তায়
ভালবাসা জড়ানো সংসার সবুজ
আর কী থাকবে পরে ।
হেথা হোথা শুধু গাছের গোড়া

ক্ষুধার্ত দাঁত কামড়ে খেতে খেতে
রিক্ত প্রায় বন বৃক্ষলতা
পরে খাবে সমূল খুঁড়ে।
যার যার পতাকা তোলে তোলে
ঋতু পরে ঋতু এসে এসে
বন পাহাড়কে জিজ্ঞাসে অবাক বিস্ময়ে
স্নেহার্দ্র কণ্ঠে
অমন বিশ্রী কাণ্ডতে দেখিনি কখনো
এর আগে এসে।
কেন তোমার রাঙা মাটি রেঙেছে রক্তসম
হেথা হোথা পাই পচা দুর্গন্ধ
কেন লোকগুলো নিদ্রাহীন রাতে
জ্বলেনা প্রদীপ।
স্তব্ধ সংগীত নিরানন্দ
দিন থাকতেই এক মুঠো খেয়ে
দোর বেঁধে ঘরের কোনেতে
ভয়াল রাত যাপে।
উষ্ণ বাতাস বহে দীর্ঘশ্বাসের মতো
বুনো চতুষ্পাদ প্রানী বাঘ হাতীগুলো
বনভূমি ছেড়ে গেছে
এখন কারা তবে বেরেছে ঝাড়?
যে যাহার পতাকা রঙীন তোলে উর্ধে
ঋতুর পর ঋতু আসে আর যায়
খৈ ভাজা কথা বলে শুধু
ভালবেসে কোন কাজ করেনা ক হায়।

পাহাড় বনানী এভাবেই থাকবে ?
কাঠবেড়ালীটা গাছে চড়ে
ভুট্টা খেতে খেতে
কী যে বলে যায় ক্ষুব্ধ মনে ।

—o—

"তাঙলা জরা"

হরনি নগ আচিয়গাই থুপাই
গুনদা মনাক তিসাই
আইচুকনি দগা খুল গাই সাল
চাকসাই রিখা নখানি কাপাল,
খুমরগ-ব মুনুয় মকল ফিয়গাই
মতমা তঙথক বিলাই ।
পিয়ারগ-ন রহখা ককতুন সাইউই
নবারনি য়াক বায় ।
বলঙ তকসারগ খানাথক রুচাবলাই
হর আইখা খালায় আউাই ।
দ-দর' বাচাই চামারি কানাই
লাঙন, গুদাল, চকাম বালবাই
পানজন য়াগ বলদ বেংগাই
দাতি দাতি য়াপরি সেউই
খেত'নি ফায়সিং বলঙ লামাতাই
সালসানি কক-ন মুয়তু মানাই
"বাবুনি খরাঙ গেগুমা খরাঙ

মাননাদে নাঁও সয়উই"
বজে বাখা বায় হামজামা ফুলজাক
ফায়মানি অ কক গসিউই।
চামারি কানাইসা থাংগাইতওগ
খারকুম মাসিসি হিমাই।
গাতি লামাঅ তায়গলা খেবাই
লত' মায়রাংরগ খরগ রুজুই
মুনুয়মা মকলবায় খাতাং তাইলকুই
বিতিক সাঅ সিরিং গাই।
তা উনাদি অও-ব ফায়নাই
মানুয় সওপাই নিনি বানতা চুপাই
মায় চায়ারগ খরগ রুজুই
বর ফায়লায়ামু মায়।
তাল শ্রাবন থাংকুরুকখা
খেত'নি সামুও-ব বাং রুরুকখা
থাওমানি লামা খেত'তায় হারপেগ
তওখা মুথুব জাগাই।
ব-ন ফিয়গাই সাফসুতরা খালাই
মাছে মারুনা নাওনাই।

"কর্ম মরসুম"

রাত্রি নিবাসে সুখ নিদ্রা শেষে
কালো মশারী তুলে
প্রভাতের দ্বার উন্মুক্ত করে সূর্য্য
রক্তিম করে দিয়েছে আকাশ কপোল,

ফুলেরা সহাস্যে নয়ন মেলে
সুগন্ধ মধুর বিতরন করে ;
মধুকরে দিয়েছে পত্র লেখে
বাতাসের হাতে
বুনো পাখীরা সুমধুর সংগীতে
প্রভাতের ঘোষনারত।
ঘর জামাতা সত্বর ঘুম থেকে জেগে
লাঙল কোদাল মই কাঁধে
হালের বলদ পাঁজন তেড়ে নিয়ে
দ্রুত পা ফেলে ফেলে চলেছে ;
বন পথ বেয়ে ক্ষেতের কাজে
মনে তার নেই কবে কার কথা
বার বার বেজে উঠে কানে
বাবুর কথা চিতা বাঘের গর্জন যেন
তুমি পারবে কি সহ্য করতে ;
সে যে প্রেম মাখা সেই কথাটুকু
এসেছিলো মেনে।
ঘর জামাতা দৌড়ে হেঁটে চলে
দ্রুত থেকে দ্রুততর।
ঘাটের পথে কলসী কাঁখে
থাল ঘটি বাটি সাথে বয়ে
হাসি হাসি মুখে বধূ বলে
নয়নের ইংগীতে নিরবে ।
ভাবছো কি আসছিতো আমি
রান্না শেষে তোমার তরে পুটলী বেঁধে

ধানের চারা মাথায় বয়ে
করবো ধান রোপন।
শ্রাবন মাস যাচ্ছে চলে
ক্ষেতের কাজ যাচ্ছে বেড়ে
জীবনের পথ ক্ষেতের জল কাদায়
আটকে পড়ে আছে
তাকে তো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে
দিতেই হবে দিতেই হবে।

—0—

"তাল শ্রাবণ"

উাতৗই মলনি বাসাজুক নায়থক
অ শ্রাবন তাল
নিনি বাখাঅ কেফেক লিলাগ
উদিলা গিকালা কাতাল।
নিনি সমলুলুক বাসাক কাবাগাই
মাসাঅ কাথারাং তগুথক জাগাই
নিনি য়াকতুগ খাজুঅ কতগ
থুমতাং দাল বিদাল
মতমমা থগাই নবার কবর
লাইরিঅ হর সাল।
কুনু কুরু নাও নখা ফিলিগাই
নখা নখাঅ গুরুম গুরু মাই

নবার বায় মুকতায় উাবাই
খেত' আউার লমরি তায়।
তায়মা তায়মানি রুকুং সাবাই
নক নকথাই জত' কালাক রিউই
হান' খিকালায়াই দুখু দসাঅ
মাসাঅ মাসামুঙ লয়।
কুনু ফরু বা নিনি মাখাঙগ মুনুয়মা
ফলজাক আইচুকনি সাল পিরমা
খেত' খেতঅ মায় বরমানি তেয়ার
চেংরুঅ তঙথগাই।
অ শ্রাবন, নিনি য়াগন' থায়মা থাঙমা
হানি মুনুয়মা কাবমা জত' য়াফারাই
সাংমা হিমতঙগ চবানি লাম তাই
আমাল আমাল রমাই।

বাংলা অনুবাদ

শ্রাবণ মাস

বর্ষা ঋতুর সুন্দরী মেয়ে
তুমি গো শ্রাবণ মাস
তোমার মনে মাতাল নৃত্যে
উদাসী নব যৌবন।
শ্যামলা তোমার অঙ্গজুড়ে
আনন্দ সবুজ নৃত্যরত

তোমার মনিবন্ধে খোপায় গলায়
নানা রঙের ফুল মালা
গন্ধ তার চুরি করে পাগল বাতাস
কাটায় দিবা রাত্র ।

কখনো তুমি বিদ্যুৎ চমকি
গুরু গুরু রবে আকাশে আকাশে
বাতাসের সাথে নয়নের জলে
ক্ষেতে মাঠে জলে ভাসাও
ছোট বড় নদীর কূল ভেঙে
ঘর ভিটে সব ডুবিয়ে দিয়ে
মাটির বুকে দুঃখ বিপদ
প্রলয় নাচে নাচে।
কখনো বা তোমায় মুখের হাসিতে
মাখানো ভোরের রবির আলো
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান রোপনের পর্ব
শুভারম্ভ করে দাও ।
ওগো শ্রাবণ, তোমার হাতে জীবন মরণ
ধরার হাসি কান্না সব সঁপে দিয়ে
জীবন চলে হেঁটে সংগ্রামের পথে
যোগে যোগে ।

—O—

"হা ত্রিপুরা"

বলঙ কাখারাং রিগনাই কানতিরাই
সাব' নাঙ নায়থক থগাই
হাচুক কাচাক চলংগ বাচাউই
হানি ফায়সিং নায়সিক মুনুই !
নিনি কতগনি খুম মতম খুমতাং
নবার বায় নিনাং নিনাং ।
নিনি য়াকতুকনি মাথিয়া চিলিক চিলিক
চাংসাঅ খাজুনি সারাং ।
হলঙ বজাক নিনি আচুকথায়
থায়লিক ফাঙ বলঙ কিসিপ সিবসাই
নখা থারাংজিজি ছাতি বমাই
নাঙ রিয়া সাতুং উাতায় ।
সানজা দারকনাই চাতি মুসুঙ গাই
সানভা রিঅ ননা খুলু মাই
তাখুকরগ ফায়াই জগাল রিলায়'
বাখা তঙথক জাগাই ।
হপুঙ মসালায়' চেংখুরু চাতিতাই,
চেচেমা বদল রুচাব রুচাবাই
নিনি মুঙখিলিমা বুবাই বুবাই
রিলায়' আউাই খালাই ।
তায়সারগ নিনি য়াকুং তলাতাই
রিয়রাই থাংগ য়াকুং সুরিউই
তকসারগ রুচাব লায়' ফুঙ সারিক

নিনি খা ফুরবিনা বাগৌই।
নৌসারগনি বাগৌই উানাই তঙগৌই
ননৌ সুগজাঅ হকু দুমুই দুমুই
সাব' নৌঙ আমা? বুই জেসা ফান' সাংন
নৌঙ ন' চিনি হা ত্রিপুরা আমা
নাজাদি নাজাদি অ খাগৌনাংমা
নাজাদি চিনি খুলুমা।

'মাতা ত্রিপুরা'

বাংলা অনুবাদ

বনানী সবুজ শাড়ী পরিহিতা
কে তুমি সুন্দর সাজে
সুউচ্চ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে
ধরনীর পানে হাসি মুখে চেয়ে!
তব কণ্ঠে ফুল গন্ধ গাথা মালা
বাতাসে দোদুল দোলে।
মনিবন্ধে ঝিলমিল কঙ্কন তব
উজল খোঁপার সুরাং।
প্রস্তর বিছানো আসন তব
বুনো কলা গাছ দোলায় পাখা
ছত্রধারী নীলাকাশ
রোদ বৃষ্টি গায়ে নাহি লাগে।
সাঝতাঁরা দীপ্ জেলে
সন্ধ্যা দেয় প্রনামি তোমায়।

পেচকেরা উলুদেয় মনের খুশীতে
বাতি জ্বেলে জোনাকীরা নাচে সারারাত
দলে দলে ঝিল্লিরা গেয়ে গেয়ে
করে প্রচার তব গুন গান।
তব পদতলে বয়ে যেতে যেতে
ছোট নদী ধুয়ে যায় পা দুখানি তব।
প্রভাতে সন্ধ্যায় পাখীরা গায়
তব মনোরঞ্জনে ।
তব সন্তানের তরে চিন্তা ভাবনায়
কুয়াসাচ্ছন্ন তুমি।
কে গো তুমি মাতা ! লোকে যে যাহা বলুক
তুমিই মোদের মাতা ত্রিপুরা
তোমাকে প্রনাম জানাই।

—০—

" থুঙমুঙ "

সাল বুরুম বুরুমন' মুগ ননী আঙ
নাঁঙ লাইরঅ সাল
নক নুখুঙ বায় থুঙমাং থুঙমাং
থুঙমুঙ কীতাল কীতাল।
নাঁং আইসিরি বাচাই তীয়সা গাতি থাংগাঁই
লতা মায়রাঙ হুমা-মুমা তঙজাঅ থঙগাঁই
নিনি সানপিলি থুঙভীয় কীকীরীক বায়

তীয় লিলগ রুতুগমা হুইমা
গানতি নগ চেংজাগ তীকরগ বায়
থুঙমুঙ মায় মুয় সঙমা
মাথিয়া পুঙরি, খাজু খেংবায়ীই
ফিকুং ললায় লায়ীই
বুকুং বালিক চিলিক চিলিক চাংরি
নীঙ থুঙগ মানুয়রগ বায়।
তাঙমা থুঙমাঅ ননী কলমতীয় কিসি নুগ
কানতক মস' বারি এবা খেত' হুকরগ,
সাল থাংরুরুক নীঙ-ব ফায়রুরুক
লেংগীই থুঙ জরা পাই।
হরনি রিয়ান খুরি মুকতীরায় থাংগীই
ইমাং বায় থঙলায় নীঙ কাবীই মুনুয়
নুখুঙনি থুঙমা খলা নকফাঙজুক নীঙ
থুঙ থাংগ লাংমা লামা তীই।

বাংলা অনুবাদ

"খেলা-খেলা"

প্রতিদিন দেখি যে তোমায়
তুমি দিন কাটিয়ে দাও
ঘর সংসার নিয়ে খেলে খেলে
নিত্য নতুন খেলা।
তুমি প্রত্যুষে উঠে নদী ঘাটে গিয়ে

থাল ঘটি বাটি নিয়ে খেলা
তোমার প্রতিবিম্ব মাজা ধোওয়া খেলা
ঢেউ তার সাথে খেলে লোকোচুরি খেলা
রান্না ঘরে শুরু হয় হাড়িকুড়ি সাথে
রান্না রান্না খেলা।
বাজিয়ে কাকন, করবী শিথিল
দোলায়ে পিঠে
নাকের মুলুক ঝলমলিয়ে
তুমি খেল আসবাব পত্র নিয়ে।
ঠিক কাজের খেলায় তোমায় দেখি
বেগুন লঙ্কা ক্ষেতে কিম্বা জুম ক্ষেতে
দিন যায় প্রায়, তুমি ফিরে এসো
শ্রান্ত ক্লান্ত লগ্ন শেষে;
রাতের শয্যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
তুমি কেদে হেসে খেলো স্বপ্নের সাথে
সংসারের ক্রীড়াঙ্গনে গৃহিনী তুমি
খেলে চলো জীবনের পথে।

—O—

"রাজানি অসা চিনি মামিতা"

সাভুং তকুজাক নখা খীরাঙ ভিজিতলা
কসম কারাই রি কুফুর চুমাই
চুমুই রগ বুরছে থাং বাতাং বাতাং
বদল বদল খাউই।

অ চুমুইরগ-ন মুগাই মুয়তু মান'
আগিঅ আমাসঙনি কক-ন,
হুগ পেরজাক খুল রগ ন খলাই
লাংগা সুপুঙগাই দাউই হরাই
নখোলা তুফাই সাতুং রুমানি
বুরুং বুরুং খোলাই।
চুমুইরগ বা বিয়াং থাং তঙলায়
পুব নবার' বাকরাং ফেহেলাই।
হুগনি মামি ফায়খা দ মুনাই
মায়তাং বসগ' চাংসাঅ পানতায়
বায়ায়সারগনি বুকুং বালিক হাই
সাতুং কালায় নাঙবাই।
হুক নখোলা লামা রুকুং বাচাউই
খুম সতরবঙ্গ বারতাই বারতাই
খুম গুনথুলে খা সয়লিয়া
বাছে বারখা মুনুউই।
হাচুক বলঙ কাখরাঙ মাচাংগাই
আইসিরিনি সিয়ারি কুবুলজাগাই
হাচালনি নগজাক মারায় মারায়
বাখাছে লিলাক তঙখা।
হাচুক বলঙ খেত হুক আউর'
পুব বুবাইনি সিংসামা নবার'
তকসা রুচাবমানি খরাঙ খারাঙগ
তঙখকমা নিনাং তঙখা।
রাজানি অসা নিনিলে মামিতা
দগা য়াক খাতাং বুখা ।

"রৌদ্রস্নাত"

রৌদ্রস্নাত নীলাকাশ তলে
ত্যাজি কৃষ্ণ বেশ পরিশুভ্র বাস
কোথায় চলেছে মেঘগুলো
      সারি সারি দলে দলে।
দেখে সেই মেঘ দলে
      মনে পড়ে যায়
মায়েরা যে আগে
জুম থেকে তুলে প্রস্ফুটিত তুলো
লাঙা ঝুড়ি ভরে বয়ে এনে
দিতো রোদে ছাড়িয়ে স্তুপে স্তুপে।
মেঘ দলগুলো কোথায় চলেছে
      ডানা মেলে পূর্বা বাতাসে
জুমে বিনি ধানে পাক ধরেছে
ধানের শীষে শিশির বিন্দু
যেন মেয়েদের নাকের মুলক
      ঝলোমল নরম রোদে।
জুম অঙ্গন পথ ধারে দাড়িয়ে
গান্দা ফুলগুলো ফুটি ফুটি করে
দোপাটি ফুলেরা মানে না মনে
      ফুটেছে সহাস্য বদনে।
পাহাড় বনানী মানিয়েছে সবুজে
ভোরের কুয়াসায় ঢাকা
আবছা আবছা লাগে দূর থেকে

মন যেন উঠে নেচে।
পাহাড় বনানী খেতে মাঠে
পূব হাওয়ায়, পাখীদের গানের সুরে
আনন্দ দোদুল দোলে
রাজার দুর্গোৎসব মোদের মামিতা
যেন দ্বারে স্নেহ করাঘাত হানে।

—o—

" থাংমায়া "

থানালে মুচুংগ থাছে থাংমায়া
সাব'সে উকলক মতন'
সাবনি' মকল মুকতায়
কিকিল তুফায়' আন'।
লাংমা কলক রমাই আজিউই
আঙজে তনখানি মায়াম সুপুঙগাই
জতন বিলয়াই বুকচা খালায়াই
লামাঙ অঙখর থা হুইউই।
বুকচা য়াক, বাখা দগা খুলগাই
তেপসা সিরিং সিরিং গাই।
লামা হিমথগয়া খাজাক খাজাক নাঙগ,
খেতনি তায় হারপেক হামা কুফুঙগ
বলঙ বুফাঙ সাতুং সামপিলি বজাক
কিফিলদি কিফিলদি হিন'

নবার কাঁচাং খুম মতম সিবজাক
সতনাই রম তওগ মুগজায়া য়াক
খুক পেপলায়া কক বায় হুনু-হুনু সাজ
তওখা জরা তাথাংদি আন'।
থাংনা মুচুংফান' জত' য়াকা রাই
খামুও কারাক মায়া খেংগাই
বুফুরুছে মাননাই খামুও রাসাই
থানানি নিজিনি হাত।

বাংলা অনুবাদ

"পারিনা যেতে"

যেতে চাই পারিনা যেতে
কে যেন পেছনে টানে
কার যে সজল নয়ন
আমারে ফিরিয়ে আনে
সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চয়
রেখেছিনু গোলা ঘর ভরে
তা শূন্য করে বিলিয়ে দিয়ে
পথে নেমেছিনু লুকায়ে
কপর্দক হীন মনের দরজা খুলে
চুপি চুপি নিরবে;
পথ চলা যায়না বাঁধো বাঁধো লাগে
ক্ষেতের জল কাদায় শ্বাস অবরুদ্ধ

বনভূমি তরুলতা ধূপছায়া বিছানো
ফিরে আয় ফিরে আয় বলে ডাকে।
স্নিগ্ধ বাতাস ফুলগন্ধ বহা
অদেখা হাতে যেন টেনে ধরে
বানীহীন ভাষায় যেন বলে কানে কানে
যেয়ো না রয়েছে সময়।
সব ছেড়ে যেতে চাইলেও
শক্ত বাধন যায়না যে খোলা.
কবে যে পারবো বাঁধন ছেড়া
হবে যাওয়া নিজ নিকেতনে।

—০—

"লাংমানি হুক থানসা গায়রিং"

লাংমানি হুক' গায়রিং কীনায়
সাজাদি কিচিং সাজাদি নীঙ
বুর' নীঙ খানানি চিকনতে নুখুঙ ?
সাজাদি কিচিং কক কীরাই
খা-ন জার জার খেই সীঙগাই।
জের' বুলায় তগলায় সাক হামারি বাগাই
জের' থাঙ তঙমানি পুয়ত্ কীরাই
লাংমানি অসয় কাবমা
নবার কুতুং গ কবন কবনাই
নখানি কীখরাং রিঅ চিখাগাই।

জের' সেপলেমা মথরাই বাখা
হা মিসিরিঅ থাই রায়
মুচুঙমা বুফাঙ থাইয়া বাথাই
খুম বাখরাই সেলেংমা য়ংচাক্লাক
হাঅ কাসায়' রুগাই।
লাংমা ববা খাউই তঙজাঅ নায়সিগাই
সিরিং সিরিং বাচাউই
সাতক পিতকমা মকল কাচাক
থং থং য়াসি তিসাঙই
আর' নাউ মুচুংগালাক খানানি নুখুঙ
অ কিচিং নায়জাদি ডানমুগই নাঙ।
আর'য়া—আর'য়া, অ কিচিং
ফায়জাদি অ গায়রিংগ
জের' লাংমানি চাতি চাংগ
নায়থগাই নুখুঙ নুখুংগ
জের' বাখা বায় বাখা সুবজাক
হামজামা খুতুং তাংসাঅ
থানসানি খুমতাংগ
জের' লাংমা ফিয়কজাক সানামাই
মাতায় খর হানি
জেনি বুমুঙ গায়রিং থানসানি
আর' তঙলাইনাই বাকসা চাঙ
খাউই তঙথক নুখুঙ।

"জীবনের জুম সম্মিলিত টঙ ঘর"

জীবনের জুমে দুটি টঙ ঘর
বলো বন্ধু বলো তুমি
কোথা তুমি বাঁধবে ছোট্ট ঘর।
বলো বন্ধু বলো সত্য ভাষে
বারংবার জিজ্ঞাসি মনকে।
যেথায় স্বার্থের হানাহানি
যেথা জীবনের নাই প্রত্যয়
প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দন
উত্তপ্ত বাতাসে ভেসে ভেসে
নীল আকাশের বুক চিরে ঃ
যেথা প্রতারণা মোচড়ে বুক
সিক্ত করে মাটি রক্তে
বাসনার বৃক্ষে ফল ফলে না
ঘৃনা কীট দংশে ফুল কুড়িতে
ভূমি তলে ঝড়ে পড়ে।
মূক জীবন শুধু থাকে চেয়ে
দাড়ায়ে নীরবে।
নির্যাতন রক্ত চক্ষু
অঙ্গুলি তুলে দাড়িয়ে ঠাই।
সেথা তুমি বাধবে না ঘর নিশ্চয়
ওহে বন্ধু দেখো ভেবে।
সেথা নয়—সেথা নয় হে বন্ধু
এসো এই টঙ ঘরে।

যেথা জীবন প্রদীপ জ্বলে
ঘরে ঘরে সুন্দর হয়ে।
যেথা মনে মনে গাঁথা
প্রেমের একটি সূত্রে
ঐক্যতার ফুল মালা
যেখানে জীবন মুক্ত
গড়ে মাটিতেই স্বর্গ
যার নাম টঙ ঘর ঐক্যতার
সেথা করবো বাস একসাথে
গড়ে নতুন আবাস।

—0—

" বৗখাবুর থাং "

মকল চাকলুলুক কিসি মৗকতৗয়
বুরি বাচুখুং তিসাউই
সাংফারখা নৗঙ আন' খরাঙ কাবতৗই
আসৗক তাঙসানি তাঙগৗই নিনি বাগৗই
সগৗই মানলিয়া নিনি খানি নার'
নিনি খা ত-তঙ-কৗরৗই।
এবা তৗয়বুং সৗক কৗবৗই পাইথাক
ছিয়া খেইবলঙ হকজাক লুক-খামজাক
আঙতেই মানলিয়া হা আহাই সয়উই
সাদি আন খুরসাই।

আংছে সাউই মায়া বুর বুরথাং আনি বীখা
সালসাআঙ বিনি উতুং-উতুং থাংগাই মালায়খা
আ লামা গানাঅ বীরীইমা মাসা আচুগাই
হলঙ সীবীই তংজাঅ।
বীসা-ন মুথ্ রুই বুফাঙ সাগপিলি তলাঅ
সাতুঙ গিরিং গিরিং অক খীইজায় দিপর
রিগনাই কিচিক বীসাক কেরাম'
খা কীরাক বিয়ালনি সিচিকমা।
বীখান' মানখা রুতুগাই তেই সালসা
হাতিনা আচুগাই বীবীয়চীক মাসা
দালক চিচিরি তংজাঅ সায়উই।
বুসীক বল ফালীই হাতি অংগাই
ফায়খেইছে চেগানী মায়মুয় সংমা।

বাংলা অনুবাদ

" কোথা তব অন্তর "

নয়ন রক্তাভ সিক্ত অশ্রু
উত্তোলিত ভ্রূ ধনু
তুমি শুধালে, ক্রন্দন সিক্ত স্বরে,
তোমার জন্য এতো কারও পারবে না পৌঁছতে
তোমার মনের সীমানায়,
তোমার মন কি আছে-না নেই।
না কী অন্তহীন পারাবার?
না কর্ত্তিত বন বিদগ্ধ জুম ভূমি

পারছিনে আর সইতে মৃত্তিকার মতো
বলো মোরে বিস্তারিয়া।
আমি যে নিজেই জানিনা
কোথা কোথা যায় মন আমার
একদিন তাকে অনুধাবন করে করে
পেয়েছি সাক্ষাৎ তার
পথি পার্শ্বে বসে এক স্ত্রী লোক
ভাঙছে পাথর
শিশুটিকে ঘুমন্ত রেখে তরুছায়া তলে
তখন উত্তপ্ত রৌদ্র ক্ষুধার্থ দ্বিপ্রহর
তার ছিন্ন বস্ত্র-শীর্ণ দেহ
ক্রুর দারিদ্রের নখাতাঘাত।
আর একদিন পেয়েছি মনের নাগাল
বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধা
"চিচিঁরি" শাক কুটেছে বসে
নাতি তার হাটে লাকড়ি বেঁচে
কিছু কিনে ফিরে এলে
তবে হবে ভাত তরকারী রান্না।

—০—

"চিনি সাল"

চিনি সাল চিনি সাল
ফায়কা চিনি সাল।
মনাক পাইখা নখা চাকসাখা
নখা কাঅ সাল।

কায়কা চিনি সাল চিনি য়গমা সাল
তিনিলে তঙথক হা নখা নায়থক
খাঅ রঙ কীতাল।
কায়দি তাখুকরগ কায়দি বুথুকরগ
ভাঙদি সীমাই।
সীনামলায়নাই সীনামলায়নাই
ত্রিপুরা হা কীতাল।

বাংলা অনুবাদ

"মোদের দিন"

মোদের দিন মোদের দিন
এলো মোদের দিন।
আঁধার অবসান আকাশ লালে লাল
সূর্যোদয় ওই
এলো মোদের দিন মুক্তির দিন
আজ আনন্দ ভরা সুন্দর আকাশ ধরা
মনেতে নতুন রঙ।
এসো এসো ভাই এসো এসো বোন
শংশয় নেই সবাই।
গড়বো মোরা মোরা গড়বোই
নতুন ত্রিপুরা আবার।

—০—

" লাংমা অঙথ্ "

অঙথ্—অঙথ্ ই লাংমা
সালনি কৗচাক পিরমা,
য়গ রিনানি বরক রগ-ন
মনাক বিসিংগ থাঙমা ।
ই লাংমা অঙথ্, কুসুপচামা কাসুনাই
সতিকজাকনাই-ন রিলাই খাতুঙ খাঙাই,
ই লাংমা অঙথ্ জাতিহদা তাকজাক বাকসা
খা রুমু কৗরৗই হামজামা ।
ই লাংমা অঙথ্ খা কৗতাল কারি নাই
তুন তুরু কারজাক থাঙমা চবা বাচারি নাই,
ইলাংমা অঙথ্ হা রাজজ' কৗতাল কায়সা
খরাঙজাক থানসা রুচাবসা ।

বাংলা অনুবাদ

" জীবণ হোক "

হোক হোক এ জীবন
সূর্যের রক্তিম দীপ্তি ।
এনে দিতে মানুষের
আধার জীবম মুক্তি ।
এ জীবন হোক শোষনের প্রতিবাদ
নিপীড়িতে এনে দিতে আনন্দ স্বাদ

এ জীবণ হোক জাতি সংহতি প্রতীক
হৃদয়ের অনাবিল প্রীতি।
এ জীবন হোক নব জীবনের প্রেরণা
সব সংশয় মুক্ত সংগ্রামী চেতনা,
এ জীবন হোক এক নতুন পৃথিবী
সদা মুখরিত সাম্যের গীতি।

—O—

"মামিতা অসা"

হুকনি মাংমি মুন রু-রু কথা
মামিতা জরা ফায় রুরুকথা
বীখাঅ তঙথকমা পুপাকথা;
মায়তাং বসগ সিয়ারি পানতীয়
নাঙজাক থপসা থপনীয়
বুকুং বালিক ললাইমা আহাই
ফুঙনি সাতুঙ পিরমা কীলীয়
চাংরি বাংরি চাংখা।
নখা খীরাংজিজি তলা তীই
বীখা বগলা কুফুর চুমুই
বীতাং বীভাং বদল বদল
বুরছে থাংলাই তঙখা।
অ চুমুইরগ-ন সুগাই সুগাই
তঙজাঅ বীখা মুয়তুমানীই
আগিঅ আমা খুলরগ খলাই
নখালা তনমানি রুংগাই।

খুম হেংরা-ব বারখা ফুরসাই
নবার' সারাই মতস বাহায়
বাবু আমা সাঅ রাজানি অসা
চিনি মামিতা ফায়কা কাসাই ।

"নবান্ন দুর্গাপূজা"

পাক ধরেছে জুমের বিন্নি ধানে
নবান্ন সমাগত প্রায়
খুশীর তরঙ্গ মনে ।
ধানের শীষে বিন্দু বিন্দু শিশির
নাকের নুলক দোলছে যেন
ঝলমল ভোরের নরম রোদে ।
নীল আকাশ তলে
উন্মনা শুভ্র মেঘ দলে
চলেছে সারি সারি যে কোথায় ।
দেখে ঐ মেঘ দলে
মনে পড়ে যায়
আগে যে মা তুলো তুলে এনে
রাখতো স্তুপে স্তুপে অঙ্গনে ।
শুভ্রতায় শেফালী ফুটেছে
সুগন্ধ ছাড়িয়ে বাতাসে
মা বাবা বলেছে রাজার দুর্গোৎসব
মোদের নবান্নের দিন ঘনিয়ে আসছে ।

—O—

ককতুন ,,

আনি ই খাতাংমা ককতুন তিনি
রহকা নবারনি য়াকতাই,
ভুকমালি মতম বলঙ বেসের তাই
লামা থুকলুপ জাক মায় উয়ুনদুই
হাচুক কেবেং সাকাতাই লায়উই
থাংথু কবন বাইউই।
আনি ই ককতুন বিসিং তাই চুমুই
নখা খারাংজিজি সাগ ফুলাই
তকসা রুচামুঙ বাকরাং ফেহেলাই
থাংথু তঙথক বিরাই।
আনি ই ককতুন তায়মা লিলাক রুকুংগ
কানি হাচুক তেই রাজাখর খম খম রগ
ক্ষেত তুক আউার হাদুক হাদগ
থাংথু হামজাক উাউই।
আনি ই ককতুন হা বানজি কালায়
কাবাই কাবাই কাপালন' সারাই
বুমা খানানি ইমাং কাখারাং মকল
রুথু নায়জামা সুপুঙবাই।
আনি ই ককতুন লাংমা মানথাই সারাই
অকখুইজাকরগ-ন মায় ফাতিসা ফান'চারুই
থাঙমানি লামা কাতাল কাচাং কুমুগাই
থাঙরিথু খা থানসা খালায়াই।

বাংলা অনুবাদ

" লিপিকা "

আমার এই মমতা মাখা লিপিখানি আজ
পাঠালেম বাতাসের হাতে,
বন মল্লিকালতার স্নবাসের ফাঁক গলিয়ে
ঝোপ ঝাড় নুয়ে পড়া পথ বেয়ে
ডিঙিয়ে পাহাড়ে বাধা
যাক সে ভেসে ভেসে।
আমার এই লিপিখানি মেঘের ভেতর গলিয়ে
আকাশ নীলিমা গায়ে মেখে
পাখীর গানের পাখা মেলে
আনন্দে যাকসে উড়ে উড়ে।
আমার এই লিপিখানি নদীতরঙ্গ পাড়ে
পাহাড়ীয়া গ্রামে স্নগঠিত সহরে
ক্ষেত জুম মাঠ প্রান্তরে
যাক প্রণয় বৃষ্টি দিয়ে।
আমার এই লিপিখানি বন্ধ্যামাটির কান্না
ভাগ্যকে দিয়ে অভিশাপ
চোখে সবুজ মাতৃত্বের স্বপ্ন
দিক পরিপূর্ণ আশা।
আমার এই লিপিখানি জীবণ প্রত্যাশা দিয়ে
ক্ষুধার্ত জনে অন্তত এক বেলার অন্ন দানে
বাঁচাবে নতুন প্রশান্ত পথ দেখিয়ে
বাঁচতে দিক সংহত চিত্ত।

—0—